শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্পর্ক

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়
ইন্দ্রাণী সান্যাল

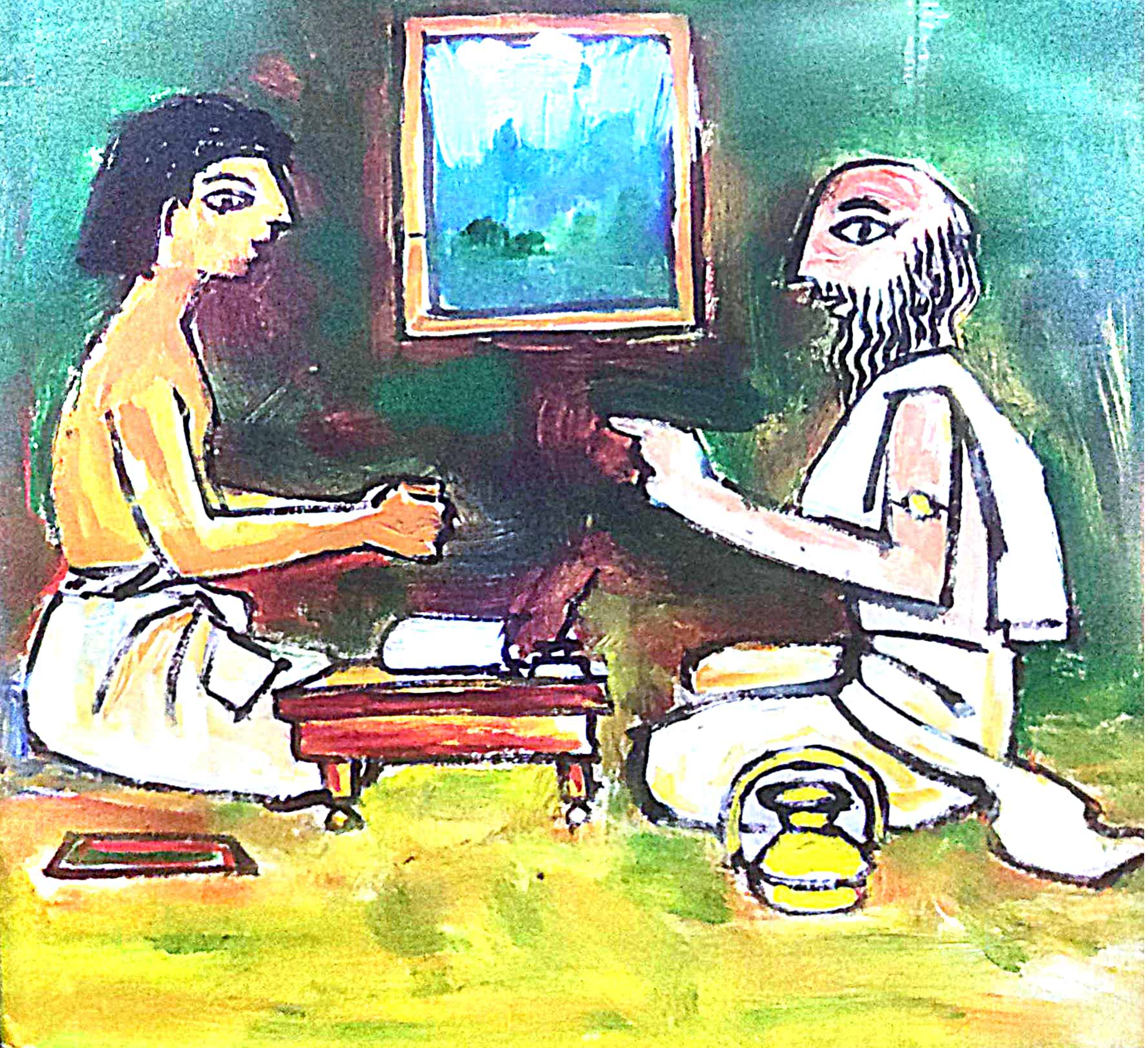

শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক

সম্পাদনা

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্রাণী সান্যাল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অঞ্জলি পাবলিশার্স

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০০৯

Shiksha Kseatre Parashparic Samparka :
A Collection of Essays ed. by
Prof. Madhumita Chattopadhyay & Prof. Indrani Sanyal
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০৭
প্রচ্ছদ : শ্যামল জানা
চয়ন চট্টোপাধ্যায় অঞ্জলি পাবলিশার্স ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
প্রিন্টো ক্রাফ্‌ট ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
দ্বারা গ্রন্থিত এবং মুদ্রিত
ISBN : 81-89620-22-3
মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

১. ভূমিকা	মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়	১১
২. শিক্ষক-ছাত্র আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের স্বরূপ	ইন্দ্রাণী সান্যাল	২৭
৩. বর্তমানের ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ : একটি সমীক্ষা	উমা চট্টোপাধ্যায়	৩৭
৪. বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অধোগামিতা : প্রতিক্রিয়া ও প্রতিকার চিন্তা	মীরাতুন নাহার	৪৩
৫. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথ ও আমরা	শেফালী মৈত্র	৫০
৬. শিক্ষাচার্য শ্রীঅরবিন্দ	চন্দ্রা ঘোষ মুখোপাধ্যায়	৬০
৭. শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষার্থী : কৃষ্ণমূর্তির আলোকপাত	ভূমিকা কাঞ্জিলাল	৭২
৮. মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা : সমকালীন সাহিত্যের সাক্ষ্যে	সত্যবতী গিরি	৭৯
৯. নিস্সায় সম্পত্তি	ঐশ্বর্য বিশ্বাস	৮৬
১০. প্রাচীন ভারতে শিক্ষার পরিবেশ	শিখা মুখোপাধ্যায়	৯৭
১১. ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ : স্মৃতিশাস্ত্রের দর্পণে	করুণাসিন্ধু দাস	১০৩
১২. শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক	রত্না দত্তশর্মা	১১৩
১৩. পরম্পরা	প্রবীর ঘোষ	১২১
১৪. ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষা এবং মূল্য	জয়ন্তী গুপ্ত	১৩৪
১৫. শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক— একটি অনুসন্ধান	ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০
১৬. শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক	প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য	১৪৩
১৭. শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি প্রতিবেদন		১৪৭

শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য

যে কোন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেই দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রয়োজন। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে শুরু করে ব্যক্তি বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছে সমাজ। সমাজবদ্ধ জীবনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। স্বভাবতই বলা যায় যে শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছু সম্পর্কর সৃষ্টি হয়।

আপাত দৃষ্টিতে শিক্ষা ক্ষেত্র বললে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন এর কথা মনে হলেও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাব যে জীবনে শিক্ষার প্রথম আলো দান করেন-শিশুর পিতা-মাতা। ক্রমশ শিশু যত বড় হয় ততই সে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকেও জীবনের বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করে। কাজেই বলা যায়, পরিবার শিশুর জীবনের সর্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—'যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুব হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।'

পরিবেশের সঙ্গে যদি শিশুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবেই শিশুর পক্ষে স্বাধীন পাঠ লাভ করা সম্ভব। কবি সুনির্মল বসু তাঁর 'সবার আমি ছাত্র' কবিতাটিতে লিখেছিলেন—

'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর   সবার আমি ছাত্র
নানান ভাবে নতুন জিনিস   শিখছি দিবারাত্র।'

পরিবেশ যে শুধুমাত্র মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা নয়, আকাশ, বাতাস, নদী, পাহাড়—সবই আমাদের পরিবেশের অঙ্গ। কাজেই তারাও আমাদের শিক্ষক। তাইতো আবার কবির কথায় ফিরে যেতে হয়—

'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল   উদার হতে ভাইরে
কর্মী হবার মন্ত্র আমি   বায়ুর কাছে পাইরে'

একটি শিশুর সাথে উদারতা, মহত্ত্ব প্রভৃতি গুণগুলোর পরিচয় ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রকৃতির শিক্ষা ব্যতিরেকে সমগ্র শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

তবে যেকোনো আধুনিক সমাজে শিক্ষা বিষয়টিকে একটু হলেও প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে উন্নত সমাজের উন্নত বা উন্নয়নশীল মানুষ হিসেবে আমরাও শিক্ষা ক্ষেত্রের বিষয়ে বলতে গিয়ে স্কুল, কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে নিজেদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলি।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় এর ধারণা মানুষের মনে বর্তমান ছিল।

প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা

সম্পাদনা

তীর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায়

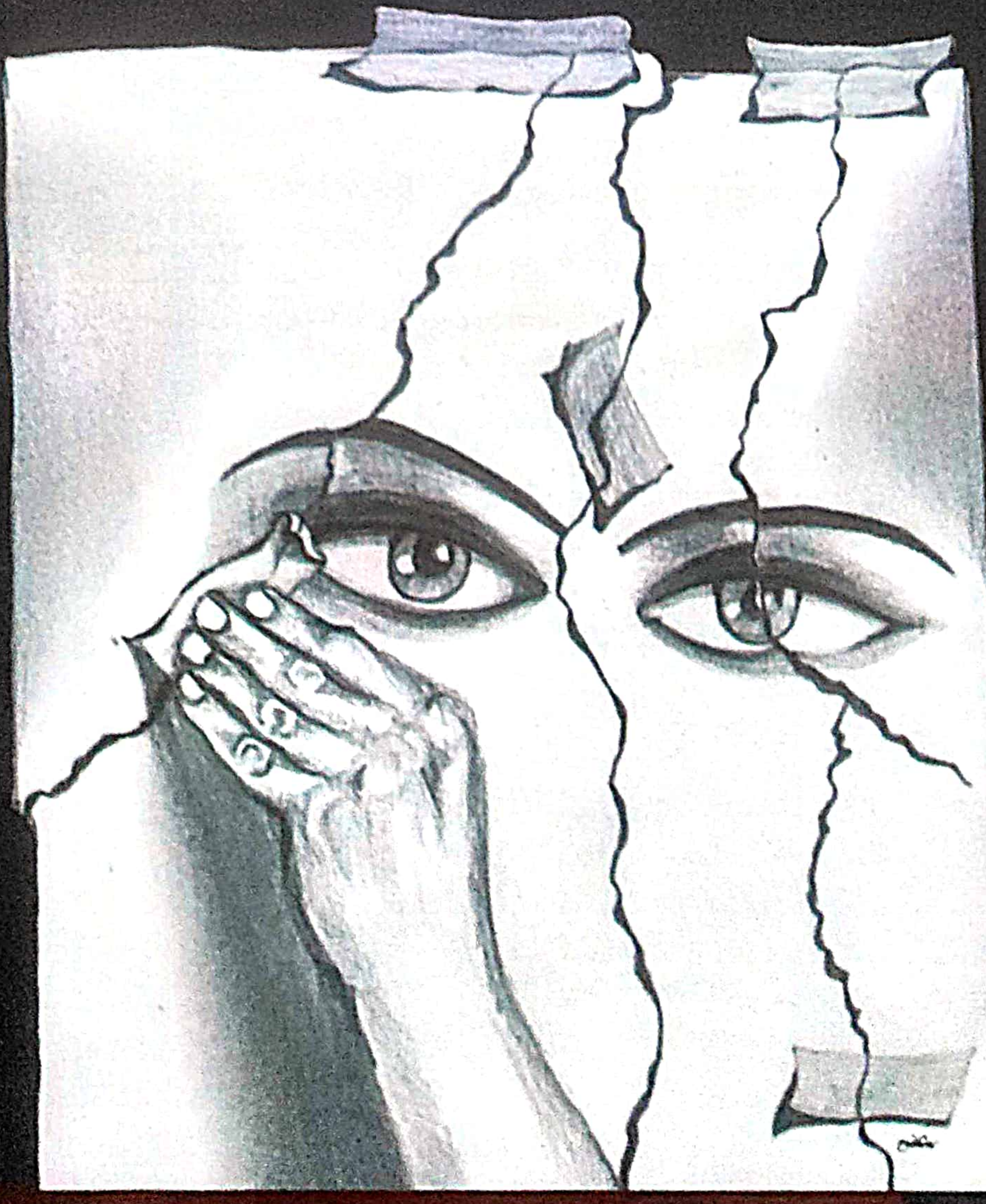

প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা

সম্পাদনা
তীর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঞ্চারী বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

PRAYOGIK NITIBIDYA
A Collection of Essays
Edited by Tirthanath Bandyopadhyay
Sanchali Bandyopadhyay

Rs. 150.00

©
তীর্থনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৪১৮। আগস্ট ২০১১

প্রচ্ছদ
মৌমিতা রায়

প্রকাশক
সঞ্জয় সামন্ত
এবং মুশায়েরা
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭৩

I S B N 978-93-81170-23-6

মুদ্রক
প্রিন্টিং আর্ট
৩২ এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

মূল্য : এক শত পঞ্চাশ টাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা		৯
মানবাধিকার ও লিঙ্গবৈষম্য	পায়েল কর	১৭
যৌনতা : একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	দোয়েল মুখোপাধ্যায়	৩০
হিংসা	প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য	৪০
সন্ত্রাসবাদ : একটি পর্যালোচনা	সুদীপ্তা সামন্ত	৪৭
পশুর অধিকার : কিছু ভাবনা	সুস্মিতা সাহা	৬০
পরিবেশ নীতিবিদ্যা	মৌমিতা রায়	৬৯
ভ্রূণনাশ	সুনন নন্দী	৭৬
শুভমৃত্যু	সঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮
আত্মহত্যা : একটি নৈতিক মূল্যায়ন	অনামিকা হালদার	৯৪
মৃত্যুদণ্ড ও নৈতিকতা	দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০১
প্রাবন্ধিক পরিচিতি		১০৬

হিংসা

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য

স্বভাব নিয়মে মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। মানুষ যদি স্বভাব নিয়মে পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক রেখে জীবন যাপন করে, তাহলে সেই সমাজে পারস্পরিক কলহের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু প্রায়শই নানাবিধ কারণে সমাজে মানুষের একে অপরের সাথে বিরোধ উপস্থিত হয়। হিংসার রক্তক্ষয়ী সংঘাতে সমাজে অন্ধকার নেমে আসে। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগে বারংবার হিংসার রোষানলে দগ্ধ হয়েছে এই বিশ্ব। কিন্তু কেন এই হিংসা বারবার মাথা চাড়া দেয় এই বিশ্বে? কীভাবেই বা হিংসার অভিশাপ সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে 'হিংসা' (Violence) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব। তবে হিংসা (Violence) বলতে কী বোঝায় তা সর্বাগ্রে জানা বিশেষ দরকার।

যে কাজের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাপর ব্যক্তিরা অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেইসব কাজকেই ন্যূনতম অর্থে আমরা হিংসা (Violence) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

হিংসার তীব্রতা বা মাত্রানুসারে হিংসা কতটা মারাত্মক তা নির্ধারণ করা হয়। হিংসার বিভাগগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা করা গেলে আমরা এ বিষয়ে সামগ্রিক একটি ছবি পেতে পারি। ধরন অনুসারে হিংসাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা (ক) প্রকাশ্য হিংসা (Loud Violence), এবং (খ) গুপ্ত হিংসা (Soft Violence)।

(ক) প্রকাশ্য হিংসা (Loud Violence) ঃ সমাজের প্রত্যক্ষকে জানিয়ে প্রকাশ্যে যে ক্ষতি করা হয় তাকে প্রকাশ্য হিংসা বা Loud Violence বলা হয়। এক্ষেত্রে হিংসা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কখনোই নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে না। যার বা যাদের ক্ষতি করা হবে তাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের প্রতি হিংসাত্মক আক্রমণ করা হবে। প্রকাশ্য হিংসার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে যেমন আক্রমণ করার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর উপরও আক্রমণ করার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(খ) গুপ্ত হিংসা (Soft Violence) ঃ কাউকে জানতে না দিয়ে যে-হিংসার পরিকল্পনা করা হয় তাই গুপ্ত হিংসা বা Soft Violence নামে পরিচিত। যেমন, লোভ-হিংসার বশীভূত হয়ে যখন কেউ কাউকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে তখন তাকে আমরা গুপ্ত হিংসা বলব।

AGGAMAHAPANDITA DR. SATYAPAL MAHASTHABIR

THE FOURTH SANGHARAJA

Aggamahapandita Dr. Satyapal Mahasthabir
The Fourth Sangharaja

COMMEMORATION VOLUME

Editorial Board

CHIEF EDITOR

Ven. Ananda Bhikshu

EDITOR

Asis Barua

MEMBERS

Dr. Sumanopal Bhikshu
Dr. Ratanshree Mahasthabir
Dr. Kacchayan Bhikkhsu
Shri Manobendra Barua
Shri Kiran Lama
Dr. Sujit Barua

INTERNATIONAL MEDITATION CENTRE
Bodhgaya-824231, Gaya, Bihar, India

Aggamahapandita Dr. Satyapal Mahasthabir
Commemoration Volume

Published By :
Ven. Ananda Bhikshu
President
International Meditation Centre
P.O. Bodhgaya, Dist. Gaya, Bihar : 824231
Phone : 0631-2200707
Mobile : (0)9958960971

Publication Date :
4th May, 2022

Printers :
Venus Printers
51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Mobile : 6290855457

Contributary Price : Rs. 500.00

Contents

কর্মই ধর্ম • *সুজন বড়ুয়া* ৭
সার্থক মানবজন্মের ভিক্খুকুল গৌরব সম্মানীয় প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ড: সত্যপাল ভন্তে স্মরণে • *দীপা বড়ুয়া* ৮
প্রফেসর ড. সত্যপাল ভিক্ষু (মহাস্থবির) স্মরণে • *সুকোমল চৌধুরী* ৯
জগতের সকল সংস্কারই অনিত্য • *দিক্‌পাল মহাস্থবির* ১০
'জ্যোতির্ময় জ্যোতি সত্যপাল মহাথের' • *ভদন্ত, এম. ধর্মরত্ন ভিক্ষু* ১২
স্মৃতির পাতায় ড. সত্যপাল মহাস্থবির একজন বিশ্ববরেণ্য সাংঘিক মনীষী: প্রসঙ্গ কিছু কথা • *ড. জিনবোধি ভিক্ষু* ১৪
'যে ভাবে দেখেছি সংঘরাজ ডঃ সত্যপাল মহাথেরকে' • *সুমনানন্দ ভিক্ষু* ১৯
স্মৃতির উজানে সত্যপাল মহাস্থবির ও তাঁর সাহিত্য কর্ম • *সুমনপাল ভিক্ষু* ২২
পূজ্যপাদ সত্যপাল ভিক্ষু মহোদয়কে নিবেদিত বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি • *বেলা ভট্টাচার্য* ২৬
অগ্গমহাপণ্ডিত ড. সত্যপাল ভন্তে : চেতনার বেদী'পরে জ্যোতির ফল্গুধারা • *নিপুন বড়ুয়া* ২৮
জ্ঞানের গবেষক • *রীতা বড়ুয়া* ৩০
সত্যপাল মহাস্থবির স্মরণে • *আশিস বড়ুয়া* ৩২
স্মৃতির আলোয় আচার্য্য অধ্যাপক ভিক্ষু সত্যপাল • *কচ্চায়ন শ্রমণ* ৩৪
সঙ্ঘরাজ সত্যপাল থের • *সুনীতি কুমার পাঠক* ৩৮
আমার চক্ষে সত্যপাল মহাথের • *শ্রী সঞ্চয় কেতন বড়ুয়া* ৩৯
ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার চতুর্থ সংঘরাজ শ্রীমৎ ডক্টর সত্যপাল মহাথের অগ্রমহাপন্ডিত রাষ্ট্রপতি পুরস্কার-এ ভূষিত খ্যাতনামা বৌদ্ধধর্মগুরুর স্মরণে: • *বরুন বিকাশ বড়ুয়া* ৪১
পালি সাহিত্যে চন্দ্রচর্চা: বৌদ্ধচিন্তক ভিক্ষু সত্যপালের কিছু চিন্তাসূত্র • *সুমিত বড়ুয়া* ৪৪
রবীন্দ্র জীবন ও মননে ভগবান বুদ্ধ • *ড. ভিক্ষু রতনশ্রী* ৫০
বুদ্ধ-অহিংসা ও আমিষাহার • *সুজাতা চৌধুরী* ৫৬
পর্যটন শিল্পে-সখীসোনার পাঠশালা : মোগলমারি • *বন্দনা মুখার্জী* ৬০
মহামানব ও লোকশিক্ষক হিসেবে গৌতম বুদ্ধ • *জীবনানন্দ বসু* ৬৩
মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা • *সঞ্জীব কুমার বড়ুয়া* ৬৮
বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে পরিবেশের গুরুত্ব • *প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য* ৭৩
শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধচর্চা • *সন্দীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়* ৭৭
অট্টমহাথানিনির শ্রাবস্তী • *শ্যামল কুমার মুখোপাধ্যায়* ৮০

বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রে পরিবেশের গুরুত্ব

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি দূষণ মুক্ত সুস্থ পরিবেশ একান্ত ভাবে কাম্য। পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানব সভ্যতার কথা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের চারপাশে যে সকল ভৌত অবস্থা, জলবায়ু, অন্যান্য জীব ও জৈব বা অজৈব উপাদান রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত একে অপরকে আশ্রয় করে এই বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তারা প্রত্যেকেই পরিবেশের অঙ্গ।

পরিবেশের বিপর্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি বিষয় সম্প্রতি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিষয়টিকে আমরা বাস্তু সংস্থান বলে চিহ্নিত করি। বাস্তু সংস্থান বলতে আমরা বুঝি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত জৈব, অজৈব পদার্থ সমূহ ও বিভিন্ন জীব সমন্বিত এমন এক প্রাকৃতিক একককে, যেখানে বিভিন্ন জীব সমষ্ঠি পরস্পরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জীবন চক্র গড়ে তোলে।[1] নানা কারণে এই বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তু সংস্থান আজ ক্ষতিগ্রস্ত। বাস্তুতন্ত্রের এই ক্ষতি মানব জীবনের জন্যও ভয়ানক ক্ষতিকারক। পরিবেশ দূষনের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস্তু সংস্থানের বিপর্যয় ঘটছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে পরিবেশ দূষণের সমস্যা অত্যন্ত পরিচিত হলেও খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে এই বিষয়টি সম্পর্কে কেহ বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন না। দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রভৃতি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কিন্তু বৌদ্ধ যুগে চোখে পড়েনি। এমন কি ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ১০০০ বছর পরেও এই ধরনের কোন সমস্যা সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাথে সাথে এই সব সমস্যারই উদ্ভব হয়েছে।[2]

যুগের পরিবর্তনের ফলে শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজকে যেমন উন্নত করে তুলেছে তার পাশাপাশি পরিবেশকেও দূষিত করতে শুরু করেছে। কিন্তু নিজেদের জীবনের স্বার্থেই যে পরিবেশের রক্ষনাবেক্ষন প্রয়োজন সে বিষয়ে কেহ ভাবেননি। এমত দূষণ সংক্রান্ত কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে গৌতম বুদ্ধ পরিবেশকে সংরক্ষিত করে রাখার বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন।

বৌদ্ধ চিন্তাধারায় পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন যে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এই পৃথিবীতে সুষ্ঠ ভাবে বাস করবার একমাত্র সহায়ক। বুদ্ধদেব অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযুক্ত রাখতে হলে প্রকৃতির রক্ষনাবেক্ষন করা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান প্রেক্ষিত থেকেও বলা যায় যে একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সমাজের উন্নতির পাশাপাশি যখন পরিবেশ চূড়ান্ত ভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখী, তখন পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও অনুধাবন যোগ্য বলেই মনে হয়। বস্তুতপক্ষে বিপুল হারে সংঘটিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বর্তমান সমাজকে মুক্তি দিতে পারে বৌদ্ধ চিন্তাধারা। এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃতি সংরক্ষণের বিষয়ে বৌদ্ধনীতিশাস্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ভগবান বুদ্ধের জীবন দর্শনে পরিবেশের প্রভাব থাকার পশ্চাতে হয়তো বা তাঁর জন্মস্থান বা নির্বান লাভের ক্ষেত্রের অবদান রয়েছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তাঁর মাতা মায়াদেবী রাজপুত্র সিদ্ধার্থের জন্মের বিষয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাও ছিল প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।[3] বুদ্ধদেব রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন লুম্বীনি বনের প্রাকৃতিক পরিবেশে শাল বৃক্ষের পাদদেশে। হয়ত অজান্তেই তখন

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩।

চিন্তা ও চিন্তনে বাঙালি মনীষা

সম্পাদনা

বাসুদেব হালদার

সঙ্ঘমিত্রা বসাক

চিন্তা ও চিন্তনে বাঙালি মনীষা

সম্পাদনা

বাসুদেব হালদার

সঙ্ঘমিত্রা বসাক

কগনিশন্ পাবলিকেশনস্

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

Chinta o Chintane Bangali Manisha

Edited by

Basudeb Halder

Sanghamitra Basak

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২

© সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর উইমেন

প্রকাশক

অলোক মহালদার

কগনিশন পাবলিকেশনস্ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সৈকত মজুমদার

ISBN : 978-93-92205-11-8

মূল্য: ৪৯৫ টাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষিতে রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে শিক্ষা ভাবনা ও তার পুনর্মূল্যায়ন
মানা বিশ্বাস .... পৃষ্ঠা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: অক্ষয়কুমার দত্ত: জীবনবেদ ও দর্শন
এম মতিউর রহমান .... পৃষ্ঠা ২৭

তৃতীয় অধ্যায়: ভাষা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম .... পৃষ্ঠা ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়: দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের (১৮৭৫-১৯৪৯) দর্শনভাবনা
কুমার মিত্র .... পৃষ্ঠা ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়: সমসাময়িক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে 'মৃত্যু'
রঘুনাথ ঘোষ .... পৃষ্ঠা ৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
প্রিয়ম্বদা সরকার .... পৃষ্ঠা ১০০

সপ্তম অধ্যায়: বিদ্যাসাগর: শিশু শিক্ষার ভাবনা এবং দর্শনচিন্তা
শ্রাবন্তী ভৌমিক .... পৃষ্ঠা ১০৮

অষ্টম অধ্যায়: বিদ্যাসাগরের নৈতিক ভাবনার একটি মূল্যায়ন
হারু মণ্ডল .... পৃষ্ঠা ১২০

নবম অধ্যায়: রবীন্দ্র মননে মৃত্যু ও অমরতাবোধ: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
অতসী মহাপাত্র .... পৃষ্ঠা ১২৯

দশম অধ্যায়: রবীন্দ্র মননে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু
শর্মীষ্ঠা ঘোষ .... পৃষ্ঠা ১৩৯

একাদশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নবজাগরণ: একটি পর্যালোচনা
সুজয় কুমার দাস .... পৃষ্ঠা ১৫৬

দ্বাদশ অধ্যায়: ভারতীয় নাস্তিক দর্শন ও রবীন্দ্র ভাবনায় নৈতিকতা ও নিরীশ্বরবাদ
দেবব্রত সরদার .... পৃষ্ঠা ১৬৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ
স্বামী বেদস্বরূপানন্দ .... পৃষ্ঠা ১৭৯

চতুর্দশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনা ও তার বাস্তব রূপায়ন
প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য .... পৃষ্ঠা ১৯০

পঞ্চদশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দ: মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা
শেফালী মণ্ডল .... পৃষ্ঠা ১৯৯

ষষ্ঠদশ অধ্যায়: মূল্যবোধের শিক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দ
প্রাণকুমার রজক .... পৃষ্ঠা ২০৬

সপ্তদশ অধ্যায়: বাংলার সমাজ চিন্তায় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অবদান
পিউ মুখার্জী .... পৃষ্ঠা ২১৩

অষ্টাদশ অধ্যায়: বেগম রোকেয়া ও নারী শিক্ষার তাৎপর্য: বর্তমান সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত
রিঙ্কু ঘোষ .... পৃষ্ঠা ২২০

ঊনবিংশ অধ্যায়: দ্রবময়ীর প্রকৃতিচেতনায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা
বাসুদেব হালদার .... পৃষ্ঠা ২৪৩

লেখক পরিচিতি .... পৃষ্ঠা ২৫২

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ভাবনা ও তার বাস্তব রূপায়ণ

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য

আধুনিক যুগের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় জনজীবনকে অধ্যাত্ম চেতনায় জাগ্রত করার কাজে বঙ্গ দেশের যে সকল মহাপুরুষ ব্রতী হয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শুধু মাত্র বঙ্গদেশ নয়, আধুনিক ভারতবর্ষের সর্ব স্তরের যুব সমাজকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বিশ্বের সম্মুখে পৌছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় অন্যতম পথিকৃত রূপে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। শ্রী রামকৃষ্ণের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে কেবল মাত্র একজন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী বলে মনে করলে ভুল হবে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আধুনিক চিন্তা ধারার কুসংস্কার মুক্ত পুরুষ। স্বামীজী হিন্দু ধর্মের ক্রিয়া কর্ম সমন্বিত সাধন প্রণালী গ্রহণ পূর্বক বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র মত প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম ও আচার্য শঙ্কর প্রদত্ত অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় সাধন করে যে নতুন বাস্তবমুখী দর্শন ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন স্বামীজী, তা ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বেদান্ত বা Practical Vedanta নামে বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সাধারনত practical শব্দটির অভিধানগত দিক থেকে দুটি অর্থ দেখতে পাওয়া যায়। যথা- Theoretical বা তত্ত্বগত শব্দটির বিপরীত অর্থে, যাকে প্রয়োগ মূলক বলা যায়, অর্থাৎ কোন একটি তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ন এবং Feasible বা প্রযত্ন সাধ্য, অর্থাৎ যা অসম্ভব নয় সেই সকল বিষয়। স্বামীজী এই দুটি অর্থেই বেদান্ত দর্শনের ক্ষেত্রে practical term টির প্রয়োগ করেছেন।[১] তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের বাইরেও বিশেষত কর্ম জীবনকেও বেদান্ত দর্শনের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনের চিন্তাকে ব্যবহারিক জীবনের উপযুক্ত করে নবরূপে জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করে তাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টায় স্বামীজী ব্রতী হয়েছিলেন। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এতটাই গভীর ছিল যে তিনি মনে করেছিলেন, বেদান্তকে কেবল মাত্র দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বাস্তবে তার প্রয়োগ করার বিষয়ে চিন্তা করা যেতেই পারে। আর তারই ফলশ্রুতি স্বামীজীর বর্ণিত ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক বেদান্ত। যা সাধারণ মানুষের জীবনকেও সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাঁর মতে ভারতীয় ধর্মীয় জীবনকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে এই বেদান্ত দর্শন। স্বামীজীর ধারণা অনুসারে বলা যেতে পারে যে ব্রহ্মাত্ম চিন্তার দ্বারা আমরা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের জীবনের উন্নতি সাধন করতে পারি। বেদান্তের আলোকে আলোকিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারলেই জাগতিক মায়ায় আবদ্ধ প্রানীও মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে পারে বলে

ধ্রুব সাহিত্য

চয়ন

ষাণ্মাসিক পত্রিকা

বৈশাখ সংখ্যা

ধ্রুব সাহিত্য

ISSN 2395-0846

REG. No. WBBEN/2009/29204
Volume-XI, Issue-I, April 2019. Price : Rs. 50/-
এপ্রিল ২০১৯. একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

"আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতে হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে, এইরূপ বল প্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্রের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য স্থির করিয়া বসিয়া আছি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(পথ ও পাথেয়)

ক্রমপর্যায়

□ নিয়মিত বিভাগ :
সম্পাদকীয় ৩
গ্রন্থ পর্যালোচনা ৪
প্রতর্ক ৭
বিশেষ কলাম ১৫
□ প্রবন্ধ:
রবীন্দ্রনাথ ও মরমীয়াবাদ ◆ সৌভিক জানা ২০
বৈষ্ণব-পদাবলীর মুসলমান রূপকার ◆ মৌরী মজুমদার ২৫
সমাজ শিক্ষায় নারীর ক্ষমতায়ন ◆ প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য ২৮
□ নিবন্ধ: পাঁচুঠাকুরের পাঁচকাহন ◆ আশিস দাস ৩৭
□ ছড়া : ৪৫ - ৪৮
পবিত্র সরকার ◆ অবি সরকার ◆ অনিমেষ বসু
প্রণব মুখোপাধ্যায় ◆ রীতেন্দ্র নারায়ণ রায়
তপন রায় চৌধুরী ◆ মৃত্যুঞ্জয় হালদার
□ স্মরণ : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে দুই স্রষ্টা ◆ সুকমল ঘোষ ৪৯
□ কবিতা : ৫৪ - ৬৬
শাশ্বতী সরকার ◆ রঞ্জন গুপ্ত ◆ সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়
অনিমেষ বসু ◆ সুস্মেলী দত্ত ◆ অমিয় কুমার জানা
বাপ্পাদিত্য রায়বিশ্বাস ◆ আকাশলীনা ◆ সুজনা রায়
সংঘমিত্রা কর ◆ রেবা মুখার্জী ◆ প্রদীপ দে ◆ শুক্তি ঘোষ
শর্বরী ◆ সায়ন্তনী নাগ ◆ তথাগত চক্রবর্তী ◆ ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
মধুরা মিত্র ◆ সুকমল ঘোষ ◆ সঞ্জিব কুমার দে ◆ মৃত্যুঞ্জয় হালদার
অরুন্ধতী ভট্টাচার্য ◆ ধ্রুব দে ◆ আদিত্য মণ্ডল
□ গল্প :
মেধাবী ◆ কল্যাণ ভট্টাচার্য্য ৬৭
লক্ষ্মী-প্যাঁচা ◆ অনুরাধা গুপ্ত ৬৮
প্যাস্থার ◆ বিপ্লব রায়চৌধুরি ৬৯
খোলা চিঠি অথবা একটি হনন কাহিনী ◆ দেবাশিস দাস ৭৫
দেবত্র ◆ শৌনক গুপ্ত ৭৭
বৃত্ত ◆ স্বপ্না বসু ৮১
প্রাপ্তি ◆ উষা রায় ৯০
দেরি ◆ দীপান্বিতা বসু ৯৪
সাইকেল ◆ শ্যামলী রক্ষিত ৯৬

কার্যনির্বাহক সমিতি

প্রধান উপদেষ্টা	:	কৃষ্ণা সেন
সভাপতি	:	নীহারকান্তি নাগ
সম্পাদক	:	সুকমল ঘোষ
যুগ্ম সম্পাদক	:	দেবাশিস দাস
সহ সম্পাদক	:	আশিস দাস
		কৌশিক সাহা
কার্যনির্বাহী সম্পাদক	:	প্রণব মুখোপাধ্যায়
সদস্য	:	রজত ঘোষ
		দেবমাল্য ঘোষ
		রীতেন্দ্রনারায়ণ রায়

শিল্প নির্দেশনা
প্রণব মুখোপাধ্যায়
নামাঙ্কন
অমিতাভ সেন

প্রচ্ছদ শিল্পী
রেবা মুখার্জী
মূল্য
পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রণ : অংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। মিডিয়া গ্রাফিক্স, এন-৩৬৬ বি. পি. টাউনশিপ, কলকাতা-৯৪ থেকে মুদ্রিত। প্রকাশক : সুকমল ঘোষ। ১৩/১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত।

প্রবন্ধ

সমাজ শিক্ষায় নারীর ক্ষমতায়ন

প্রভাত ভট্টাচার্য্য

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মনে যে প্রশ্ন আসে তা হল নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন যুগের সমাজের পরিস্থিতি, নিয়ম কানুন প্রভৃতি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা করতে হবে। তবে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের দিকেই চোখ রাখব। আসলে এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার যে পরিবর্তন তথা নানাবিধ উন্নয়ন ঘটে চলেছে তার পশ্চাতে নারী পুরুষ উভয়ের সমান ভূমিকা রয়েছে। প্রতিটি মানুষ এগোতে চাইছে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে। নারী পুরুষ উভয়েরই এক্ষেত্রে উন্নত হওয়ার সমান অধিকার থাকে। কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগে সর্বকালেই আমরা দেখতে পাই যে নারীকে নানাভাবে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে পুরুষের অধিনস্ত হয়ে নারী ভুলতে বসেছে তার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা। সমাজের চোখে নারী যেন সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। পরমুখাপেক্ষী হয়ে সে কাটিয়ে দেয় তার জীবন। কখনো তার উপর চলে মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন। নীরবে সে মুখ বুজে সহ্য করে সব অত্যাচার। সে যদি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাহলে তাকে সইতে হয় পরিবারের সদস্যদের গঞ্জনা। সেই শিশু কন্যাও দিনের পর দিন তার অবহেলিত মাকে দেখে নিজের অজান্তেই নিজের অন্ধকার ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা করতে শেখে। আর কবে যেন মানসিক ভাবে একই ধরণের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার যদি জন্মায় পুত্র সন্তান তাহলে সেই শিশুপুত্রও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের পিতা বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের দেখে নারীদের অবহেলা করতে শেখে। ক্রমে তাদের চোখেও নারীরা হয়ে ওঠে ভোগ্যপণ্য। পুরুষের সেবা করা আর সংসার রক্ষা করাই যেন নারীর একমাত্র কাজ। প্রকৃত পক্ষে সমাজের অধিকাংশ পুরুষই ক্ষমতা ভোগ করতে অভ্যস্ত। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসবশত তারা সেই ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী হয় না। আবার নমনীয় মানসিকতার নারীকে সমান ভাবে অগ্রসর হতে দিতেও তাদের মন চায় না। একই ভাবে নারীও ক্ষমতাশীল পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে, পুরুষকে ভয় পেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তারাও নিজের অধিকার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। এমন কী প্রতিবাদ করার কোন সাহসও তাদের মনের মধ্যে থাকে না। এই ধরনের অবহেলিত, বঞ্চিত নারীদের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করচে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রী জন্মের সর্বোচ্চ চারিতার্থতা।'[১]

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এই বিশাল জগতের যা কিছু সৃষ্টি, তার মূলে নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। যে দুটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই সমাজ গড়ে উঠেছে সেই দুটি স্তম্ভের একটি যদি দুর্বল হয় তাহলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত করে।

সেই কারণে সমাজের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজন। নিজের অধিকার আদায় না করতে পারলে কোনদিনই নারী নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে

হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্ম। বাবা অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী মা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে স্বর্ণপদক সহ দর্শন বিভাগে স্নাতক স্তরে প্রথম স্থানাধিকারি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ। এরপর cognitive science বিষয়ে এম ফিল। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষিকা রূপে কর্মজীবনের প্রথম ধাপ। তারপর লালাবাবা কলেজ এর দর্শন বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকা রূপে যোগদান এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কর্মরত।

+91 9432062928

9 788195 222438

লিঙ্গ সমতা একটি আন্তবিষয়ক আলোচনা • সম্পাদনা - সৌমিক কান্তি ঘোষ সংহিতা ঘোষ

লিঙ্গ সমতা

একটি আন্তবিষয়ক আলোচনা

সম্পাদনা

সৌমিক কান্তি ঘোষ

সংহিতা ঘোষ

সৌমিক কান্তি ঘোষ। অর্থনীতির অধ্যাপক, লালবাবা কলেজ। অতিথি অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (গণজ্ঞাপন বিভাগ)। লেখক ও প্রাবন্ধিক। মৃনাল সেন, মাল্টিপ্লেক্স এন্ড ইন্ডিয়ান পপুলার সিনেমা প্রভৃতি বইয়ের প্রণেতা। এছাড়াও টেক্সট বই ও প্রবন্ধ রচয়িতা। অর্থনীতি ও ফিল্ম স্টাডিজের স্নাতকোত্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম.বি.এ করেছেন হিউম্যান রেসোর্সে। বই পড়তে ভালোবাসেন। ফাঁপা মানুষদের থেকে দূরে থাকেন।

LINGO SAMATA EKTI ANTOBISHOYOK ALOCHONA

By Soumik Kanti Ghosh and Sanhita Ghosh
Published by Surjendu Bhattacharya, Rupali, Subhaspally, Chandannagar- 712138.
Outlet 206 Bidhan Sarani, Kolkata-700 006

প্রথম প্রকাশ

২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

(লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশেরই কোনো প্রকার প্রতিলিপি অথবা যে-কোনো রকমের পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করা হলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।)

প্রকাশক
রূপালী
সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য
সুভাষপল্লী, পো: খালিসানি, চন্দননগর ৭১২১৩৮
থেকে প্রকাশিত
প্রাপ্তিস্থান: ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা-১২ (স্টেট ব্যাঙ্কের বিপরীতে)
ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮

অক্ষরবিন্যাস
এল.আর.ইনফোটেক
৫৮ শ্রীরামপুর রোড (নর্থ), গড়িয়া। কলকাতা- ৭০০ ০৮৪

মুদ্রণ
কমলা প্রেস
২০৯ এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : পঙ্কজ কাঁড়ার

ISBN- 978-81-952224-3-8

মূল্য- ৩০০/-

সমাজ ও সাহিত্যে নারী- অভিজিৎ ঘোষাল/৭

নারীর ক্ষমতায়নে কেয়ার এথিক্সের ভূমিকা- বনমালী মালিক/১৬

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভিঙ্গী- শ্রেয়শ্রী ঘোষ/২৫

চটকল শিল্পে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মহিলা শ্রমিকদের

জীবন ও সংগ্রাম ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯০০-১৯৪৭)- শত্রুঘ্ন কাহার/৩৩

নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা- গীতারাণী জানা/৪২

নারীদের সামাজিক অবস্থান সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখনীতে- রাণী পাল/৪৮

বেগম রোকেয়ার মতে নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা- ডঃ টুসি ভট্টাচার্য/৫৬

রাসসুন্দরী দেবী কখনো দূরের, কখনো কাছের- সোমা সরকার/৬৬

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন : মুর্শিদাবাদের অসংগঠিত
মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের প্রসঙ্গে একটি আলোচনা (১৯৪৭-২০১১)- প্রসেনজিৎ মুখার্জী/৭০

বেদযুগেও : নহি সামান্যা নারী - ঈশানী চক্রবর্তী/৮৫

এক মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীনির কথা ও আধ্যাত্মিকতার নারীবাদ
(আক্কা মহাদেবীর জীবন ও চর্যা অনুসারে)- সংহিতা ঘোষ/৯১

বঙ্গীয় সমাজ ও পরিবারে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতা- বিংশতি সরকার/৯৭

নারীর সম্পত্তির অধিকার প্রাচীন ও বর্তমান-একটি দার্শনিক আলোচনা- অঞ্জন কর্মকার/১০৬

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' : নারীর উত্থানের গল্প- ড. রূপশ্রী সরকার নায়ক/১১৬

লোকমাতা নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠায়ন :
একটি পর্যালোচনা- বৈশাখী দাস সাহা/১২৪

জ্ঞানতত্ত্ব কি লিঙ্গসচেতন ?— একটি পর্যালোচনা- পৌলোমী তালুকদার/১৩২

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়ন- প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য/১৪১

উনিশ শতকের নাট্য দর্পণে নারী সমাজ- গার্গী মজুমদার/১৫৩

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়ন

প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে মনে যে প্রশ্ন আসে তা হল নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আর এই প্রশ্নের উত্তর খুজঁতে গেলে আমাদেরকে বিভিন্ন যুগের সমাজের পরিস্থিতি, নিয়ম কানুন প্রভৃতি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা করতে হবে। তবে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের দিকেই চোখ রাখব। আসলে এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার যে পরিবর্তন তথা নানাবিধ উন্নয়ন ঘটে চলেছে তার পশ্চাতে নারী পুরুষ উভয়ের সমান ভূমিকা রয়েছে ।প্রতিটি মানুষ এগাতে চাইছে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে। নারী পুরুষ উভয়েরই এক্ষেত্রে উন্নত হওয়ার সমান অধিকার থাকে । কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগে সর্বকালেই আমরা দেখতে পাই যে নারীকে নানা ভাবে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে পুরুষের অধীনস্ত হয়ে থাকা নারী ভুলতে বসেছে তার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা। সমাজের চোখে নারী যেন সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র । পরমুখাপেক্ষী হয়ে সে কাটিয়ে দেয় তার জীবন। কখনো বা তার উপর চলে মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন। নিরবে সে মুখ বুজে সহ্য করে সব অত্যাচার। সে যদি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাহলে তাকে সইতে হয় পরিবারের সদস্যদের গঞ্জনা। সেই শিশু কন্যাও দিনের পর দিন তার অবহেলিত মাকে দেখে নিজের অজান্তেই নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে শেখে। আর কবে যেন মানসিক ভাবে একই ধরণের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার যদি জন্মায় পুত্র সন্তান তাহলে সেই শিশুপুত্রও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের পিতা বা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের দেখে নারীদের অবহেলা করতে শেখে। ক্রমে তাদের চোখেও নারীরা হয়ে ওঠে ভোগ্য পণ্য পুরুষের সেবা করা আর সংসার রক্ষা করাই যার একমাত্র কাজ। প্রকৃত পক্ষে সমাজের অধিকাংশ পুরুষই ক্ষমতা ভোগ করতে অভ্যস্ত । দীর্ঘ দিনের অভ্যাস বশত তারা সেই ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী হয় না। আবার নমনীয় মানসিকতার প্রকাশ করে নারীকে সমান

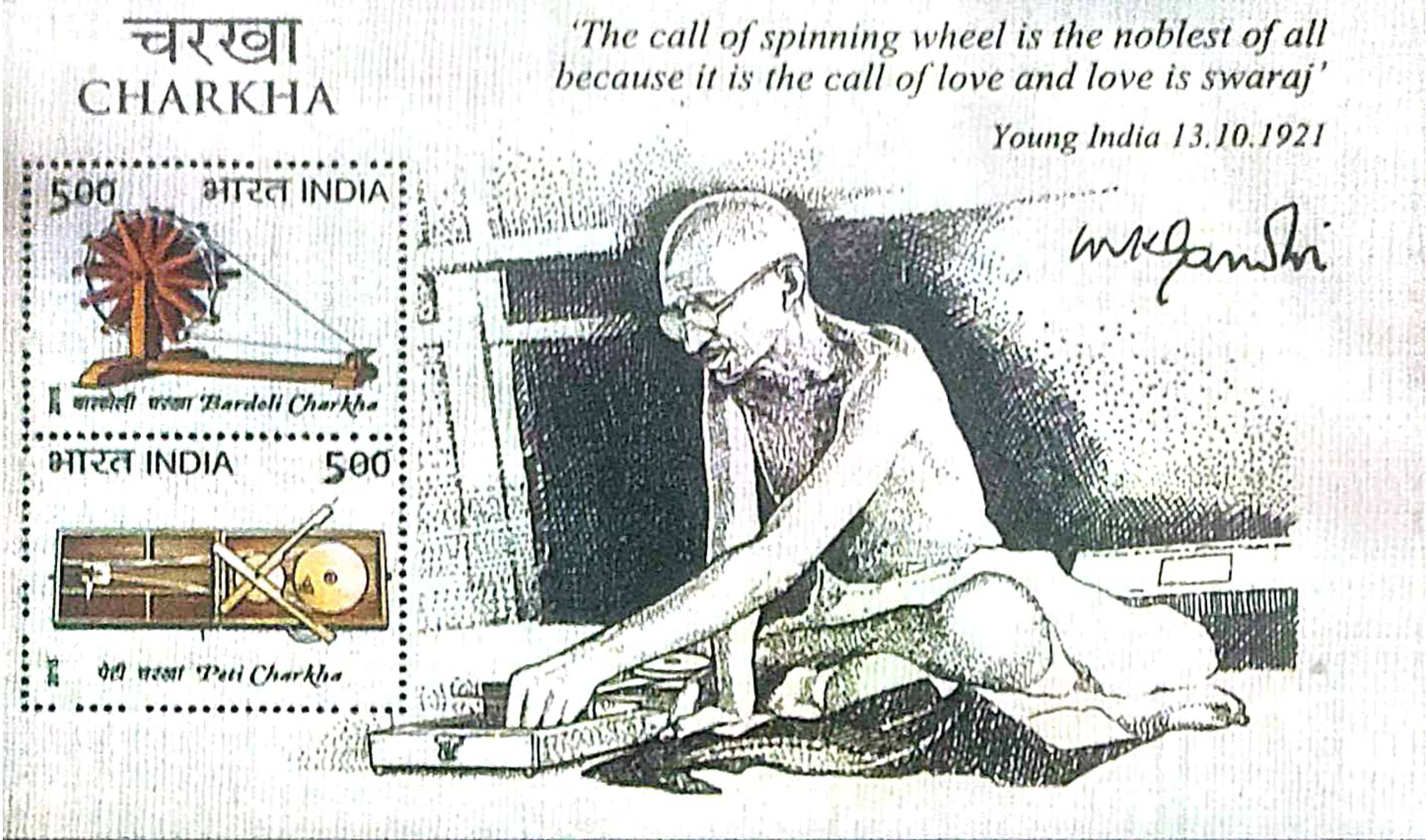

গান্ধী দর্শন

পারমিতা মজুমদার(সেনগুপ্ত) ও প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য

গান্ধী দর্শন

পারমিতা মজুমদার (সেনগুপ্ত) ও প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য

এভেনেল প্রেস

গান্ধী দর্শন

পারমিতা মজুমদার (সেনগুপ্ত) ও প্রজ্ঞা ভট্টাচার্য্য

এভেনেল প্রেস

GANDHI DARSHAN

by Paramita Majumder (Sen Gupta) & Pragya Bhattacharjee

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৩

© লেখিকাদ্বয়

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিতঃ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোন পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন ডিস্ক, প্লেট, পারফোরেটেড বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN: 978-93-94744-37-0

এভেনেল প্রেসের পক্ষে সুভাষনগর, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান থেকে অঞ্জন সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরৎ ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।

Published by Anjan Saha for Avenel Press, Memari, Purba Burdwen, Pin- 713146

Printed at Sarat Impressions Pvt. Ltd, Kolkata-700 073

email: avenelpress@gmail.com; avenelpress34@gmail.com

Website: www.avenelpress.in

প্রচ্ছদ : বাবুল দে

অক্ষর বিন্যাস : ছাপাইহাউস

নালন্দা

ISSN - 2320-7264 Regd. No. 1832/70

Nalanda

বৌদ্ধধর্ম ও ভারত সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা

Buddhism and Indian Cultural Journal

১৪২৭-২৯ বঙ্গাব্দ ○ ২৫৬৪-৬৬ বুদ্ধাব্দ ○ ২০২০-২২ খ্রীষ্টাব্দ

ISSN No. 2320-7264
Regd. No. - 1832/70

Nalanda

Buddhism and Indian Cultural Journal

Editor
Bhikkhu Sumanapal

Assistant Editor
Dr. Mousumi Ghosh
Dr. Sumit Kumar Barua
Sri Rahul Majumdar
Sri Subham Amin
Dr. Saikat Kumar Basu

Joint Managing Director
Sri Sanjoy Barua
Sri Anup Barua

১৪২৭-২৯ বঙ্গাব্দ ❁ 2020 –22 ❁ 2564-2566 B.E.

Nalanda - Buddhism and Indian Cultural Journal

Published by	:	Smt. Pratima Barua Nalanda an International Annual Journal 7/17, Poddar Nagar, Kolkata - 700 068 E-mail : nalanda.buddhism65@gmail.com

© Editor, Nalanda

Published on	:	Year, 55-57 Vol. LV – LVII 2564-2066BE, 2020-22 Regd. No.- 1832/70
Cover Design	:	Avijit Karmakar
Type Setting	:	Tumpa Mustafa
Printed at	:	Rohini Nandan 19/2, Radhanath Mallick Lane, Kolkata - 700 012 www.rohininandan.com
Price	:	₹ 500/-

Facts and opinions in articles/ poems published here are solely the personal statements of respective authors/poets. They are responsible for all contents in their article(s)/ poems including accuracy of the facts, statements, citing resources, and so on.

Sketching Gender Equality in Buddhism from Past to Present 299
Pragya Bhattacharjee

Buddhist Revival Movement in Bengal and Kimura Nichiki 305
Sumit Kumar Barua

Working as one : Buddhist Unity and Cooperation 325
Jinabodhi Bhikkhu

The Buddhist theory of Middle Path and Its Application
in Modern Economy for Sustainable Development 331
Amrita Nanda

The Buddhist Approach and Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic 341
Soravich Phaodee

The Studies on the History of the Black hats and Red hats
of the Gyalwa Karmapa 348
Thinley Gyeltshen

Thai Buddhist Sangha's Education : A Historical Background 354
Smitthai Aphiwatamonkul

Tibetan Women Contributions on Spiritual and political
Development on Buddhism in Tibet 365
Phigu Tshering Bhutia

Vipassana Meditation and Pandemic Situation
(Treatment of Corona Virus) 371
Bhikkhu Sumanapal

The Importance of Sati and Sampajañña to Minimise the
Influence of Spreading of the Corona Virus (COVID-19
Pandemic) Among Community 379
Aluthgama Wimalarathana Thero

Buddhist Nuns and Contemporary Society in Bhutan and
their roles in the transmission and transformation of Buddhism 390
Pema Wangchuk

A Proposal for Establishing an International Buddhist
Heritage Tourist Circuit in South and South East Asia 396
Saikat Kumar Basu

Ti-saraṇagamana (Taking Refuge in Triple Gems) is the way
of becoming a Lay Disciple (Upàsaka) of the Buddha 401
Paññāpal Bhikkhu

A Survey of humanistic elements in Early Buddhism 406
Ariyajyoti Bhikkhu

History of Dharchen Lhakhang Based on Oral Account (Temple) 409
Cheki Wangmo

Sketching Gender Equality in Buddhism from Past to Present

Pragya Bhattacharjee*

Gautama Buddha was born at a time when the Indian society was dominated by conservative Vedic thoughts. People of lower castes enjoyed very limited freedom. Women were deprived of happiness and gender discrimination was unrestrained. The teachings of the Buddha introduced a fresh wave of revolutionary ideas which posed a strong challenge to the foundation of the existing conservative society. The objective was to liberalizethe society and reduce ill effects of discriminations imposed by the rigid caste system. The aim of this article is to provide insights into the status of women during the era when Buddhism gained popularity. In accordance with the existing tradition of Indian Philosophy, let us first analyze the opponent's (Purvapakshin) view i.e. the status of women in the Vedic society before the advent of Buddhism. The social status of Indian women has been fluctuating.Existing literature seems to indicate that there was steady degradation of their condition. Due to some religious or, social taboo women were denied respect in the society. However during the early Vedic period, women enjoyed the right to study Vedic scriptures. Maitryee, Ghosha, Apala, Gargi, Lopamudra were the example of talented and enlightened women of the era. But the later Vedic period seems to be like a nightmare for women. They gradually lost their individual identity and basic human rights. In patriarchal society the birth of a girl child was considered as an unwelcome event. Their freedom was also limited. As the performance of the funeral rites was thought to be essential for the happiness in the life after death, a man wanted a son as he had the right to perform his father's funeral rites. The status of women as wife was merely that of child bearer or, more specifically a son bearer. If she failed to give birth to a son, the husband could easily get into a second marriage. Another role for women was to look after the family.

The mentality of Gautama Buddha was totally different from those of his contemporaries. He opposed the caste system and the discrimination between men and women. Buddhism accepts the biological and physical differences between men and women. However, it proposes social equality for both. It suggests that both men and women have some duties towards the society. The teachings of the Buddha seemed to providerelief and hope to men and women from the lower strata of the society.

During the Vedic era, parents considered daughters as a burden for the family. However, after the advent of Buddhist thought, awareness among people started to increase. In Vedic period, people were made to believe that if a son performed the last rites of his parents, they could achieve liberation or, go to heaven. Hence, everyone wanted male children. However, with the advent of Buddhism, this gender discrimination was arrested to a great extent. Childless couples were encouraged to pray for a healthy baby irrespective of male or, female gender. For instance:a rich businessman Maha Subannao prayed for a healthy child.[1]

**Assistant Professor, Depertment of Philosophy, Vivekananda College, Thakurpukur, Kolkata.*